ইসালে সাওয়াবের বরকত সমূহ

18-April-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে সবচেয়ে বেশি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে। (তিরমিযী, কিতাবুল বিতর, ২/২৭, হাদীস নং-৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে

বেঁচে থাকবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُوا الله! صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ☆ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ☆ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ☆ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! ইসালে সাওয়াবের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে “**সাওয়াব পৌঁছানো**”, একে “**সাওয়াব প্রদান করা**”ও বলা হয়ে থাকে, কিন্তু বুযুর্গদের জন্য “**সাওয়াব প্রদান করা**” বলা উচিৎ নয়, “**সাওয়াব পেশ করা**” বলা বেশি আদবনীয়। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং অন্যান্য নবী এমনকি অলীদেরও “**সাওয়াব প্রদান করা**” বেআদবী, প্রদান করা বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের জন্য হয়ে থাকে বরং উপহার দেয়া বা হাদীয়া দেয়া বলুন।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৬০৯)

সাওয়াব পৌঁছানোর পদ্ধতি

মালিকুল উলামা হযরত আল্লামা জাফরুদ্দীন বিহারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইসালে সাওয়াবের (সাওয়াব পৌঁছানোর) যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, তাতে বিনা হিসেবে ক্ষমার দোয়া ও রহমত লাভের দোয়াও রয়েছে।

কোরআনে করীম থেকে সাওয়াব পৌঁছানোর প্রমাণ

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! কোরআনে করীমে ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতি অর্থাৎ মুমিনের জন্য বিনা হিসেবে ক্ষমার দোয়া করার প্রমাণ প্রকাশ্যভাবে বিদ্যমান, যেমনটি পারা ২৮, সূরা হাশর এর ১০ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْا مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ
(পারা ২৮, সুরা হাশর, ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যারা তাদের পরবর্তীতে এসে আরয করে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের মাফ করে দাও, আর আমাদের সেসব ভাইদের মাফ করে দাও যারা আমাদের পূর্বে বিদায় হয়ে গেছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এখান থেকে দু'টি মাসআলা জানা গেলো, প্রথমটি হলো, শুধু নিজের জন্য দোয়া করো না, বড়দের জন্যও করো, এবং অপরটি হলো যে, বুযুর্গানে দ্বীন বিশেষ করে সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইতদের ওরশ, খতমে কোরআন, খাবার ফাতিহা ইত্যাদি এসব উচ্চতম বিষয় যে, এতে সেই বুযুর্গদের জন্য দোয়া রয়েছে।

(তাফসীরে নরুল ইরফান, ২৮/৮৭৩)

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! আসুন! আজকের এই সাপ্তাহিক সুন্নাত ভরা ইজতিমায় আমরা ইসালে সাওয়াব অর্থাৎ সাওয়াব পৌঁছানো সম্পর্কে ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী এবং অন্যান্য বিষয়ে মাদানী ফুল শ্রবণ করবো।

ইসালে সাওয়াবের বরকত

প্রসিদ্ধ সূফী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বরকতময় খিদমতে উপস্থিত হয়ে এক মহিলা আরয করলো: "আমার যুবতী মেয়ে মারা গেছে, এমন কোন পদ্ধতি সম্পর্কে বলুন যে, আমি তাকে স্বপ্নে দেখতে পাব।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে একটি আমল বলে দিলেন। সে তার মরহুমা কন্যাটিকে এমন অবস্থায় দেখলো যে, তার শরীরে আলকাতরার পোষাক, গলায় শিকল আর পায়ে লোহার বেড়ি! সে হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে স্বপ্নের কথা বললো, শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই চিন্তিত হলেন, কিছুদিন পর হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একটি মেয়েকে স্বপ্নে দেখলেন, যে জান্নাতের মধ্যে ছিল এবং তার মাথায় মুকুট ছিলো। মেয়েটি বললো: "হে হাসান! আপনি কি আমাকে চিনতে পারেননি? আমি সেই মহিলাটির কন্যা, যিনি আপনাকে আমার অবস্থার কথা

বলেছিলেন।" তিনি বললেন: "কোন কারণে তোমার অবস্থার এ পরিবর্তন, যা আমি দেখতে পাচ্ছি?" মরহুমা বললো: "কবরস্থানের পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিলো এবং সে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করলো, তার সেই দরূদ শরীফ পাঠের বরকতে **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের পাচঁ শত পঞ্চাশ (৫৫০) কবরবাসী হতে আযাব উঠিয়ে নিয়েছেন।"

(মুকাশাফাতুল কুলুব, সপ্তম অধ্যায়, ২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! দরূদ শরীফের ফযিলত সম্পর্কে যে ঘটনাটি আমরা শুনলাম, এতে ইসালে সাওয়াবের গুরুত্ব প্রকাশ পায় যে, একটি মেয়ে খুবই ভয়ঙ্করভাবে আযাবে লিপ্ত ছিলো, কিন্তু যখন **আল্লাহ তায়ালার** এক বান্দা গমনকালে **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদে পাকের পুষ্পস্তবক উৎসর্গ করেন এবং এর সাওয়াব কবরবাসীদের প্রেরণ করলেন, তখন না শুধু সেই মেয়েটিই আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো বরং অসংখ্য মৃতেরও আযাব থেকে মুক্তি নসীব হলো। একটু ভাবুন তো! আমাদের **রব তায়ালা** কিরূপ দয়ালূ যে, তিনি শুধুমাত্র একবার দরূদ শরীফের বরকতে অসংখ্য মৃতের বিপর্যয় লাগব করে দিলেন, তবে যে মুসলমান অধিকহারে দরূদে পাক পাঠ করে এবং নেকীর সাওয়াব মরহুম মুসলমানদেরকে প্রেরণ করায় অভ্যস্ত হবে তবে **আল্লাহ তায়ালা** ইসালে সাওয়াবকারী এবং যাকে সাওয়াব প্রেরণ করা হলো সবার উপর কিরূপ নেয়ামতের বর্ষণ করবেন। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, ইসালে সাওয়াবের বিষয়ে অলসতা করার পরিবর্তে বিভিন্ন সময়ে নিজ মরহুমদেরকে দরূদে পাক এবং নেকীর দ্বারা অর্জিত হওয়া সাওয়াব প্রেরণ করতে থাকা। তাদের জন্য বিনা হিসেবে ক্ষমার দোয়া করতে থাকা, কেননা এটি এমন এক জায়িয আমল, যার বরকতে মরহুম মুসলমানদের পাশাপাশি জীবিতদেরও উপকার অর্জিত হয়।

বাহারে শরীয়ত প্রণেতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ইসালে সাওয়াব অর্থাৎ কোরআনে মজীদ বা দরূদ শরীফ বা কলেমা তায়্যিবা বা যেকোন নেক কাজের সাওয়ার অপরকে পৌঁছানো

জায়িয। আর্থিক বা শারীরিক ইবাদত (আর্থিক ইবাদত হলো সদকা, দান-অনুদান আর শারীরিক ইবাদত হলো নামায, রোযা ইত্যাদি), ফরয ও নফল সবকিছুর সাওয়াব অপরকে পৌঁছানো যাবে, কেননা জীবিতদের ইসালে সাওয়াব দ্বারা মৃতরা উপকৃত হয়। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৬৪২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ায় থাকে, তবে তার আশে পাশে তার পিতামাতা, ভাইবোন, স্বামী স্ত্রী এবং বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে যে, যারা তার সকল দুঃখ কষ্টে সঙ্গ দেয় এবং তার কষ্ট লাগব করার চেষ্টা করে থাকে, অসুস্থ হলে শশ্রুষাও করে, কিন্তু যখন এই মানুষই সংকীর্ণ ও অন্ধকার কবরে পৌঁছে তবে সেখানে না তার পিতামাত, না ভাইবোন, না পরিবার পরিজন এবং না বন্ধু বান্ধব তার সাথে থাকে বরং সে কবরে একাই থাকে। কবরে যাওয়ার পর তার উপর যা অতিবাহিত হয়, তার অবস্থা তো সে নিজেই ভাল জানে।

কবরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ অর্থাৎ নিশ্চয় কবর জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান বা জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্যে একটি গর্ত। (তিরমিযী, ৪/২০৮, হাদীস নং-২৪৬৮) এখন যে কবরে বিদ্যমান আমরা তার সম্পর্কে জানি না যে, কবর তার জন্য জান্নাতের বাগান হলো নাকি مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ জাহান্নামের গর্ত হলো। কিন্তু আমাদের একজন মুসলমানের প্রতি কল্যাণ কামনার চেতনা রেখে তার জন্য ইসালে সাওয়াবের অভ্যাস গড়া উচিৎ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসে মুবারাকা থেকে সাওয়াব পৌঁছানোর প্রমাণ

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত যে, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আদেশ দিলেন: শিং ওয়ালা ভেড়া আনা হোক, যা কালোতে চলে, কালোতে বসে এবং কালোতে দেখে (অর্থাৎ পা কালো হবে এবং পেট কালো হবে আর চোখ কালো হবে) তা কোরবানীর জন্য উপস্থিত করা হলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আয়েশা! ছুরি নিয়ে

এসো এবং তা পাথরে ধাঁর করো, অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছুরি নিলেন এবং ছাগলটিকে মাটিতে শোয়াইয়ে জবেহ করে দিলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন: ইয়া **আল্লাহ**! তুমি একে **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং তাঁর পরিবার ও উম্মতদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। **(মুসলিম, কিতাবুল আদহি, হাদীস নং-১৯-(১৯৬৭), ৮৩৭ পৃষ্ঠা)**

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ কুরবানীর সাওয়াবে তাঁকেও অংশীদার বানিয়ে দিন। এতে জানা গেলো যে, নিজের ফরয ও ওয়াজিবের সাওয়াব অপরকেও প্রেরণ করা যায়, এতে কমবে না। এই হাদীস শরীফ দ্বারা খাবার সামনে রেখে ইসালে সাওয়াব করার শক্তিশালী দলীল রয়েছে যে, ছাগল সামনে ছিলো এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাওয়াব নিজের পরিবার এবং উম্মতদের প্রেরণ করলেন। **(মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩৬৮)**

হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে অধিকহারে স্মরন করতেন এবং অনেক সময় ছাগল জবাই করে এর মাংস টুকরো করতেন এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর সাথীদের ঘরে প্রেরণ করতেন। **(বুখারী, ২/৫৬৫, হাদীস নং-৩৮১৮)**

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অধিকাংশ সময় **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত খাদিজা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর পক্ষ থেকে ছাগল কুরবানী করতেন এবং তাঁকে সাওয়াব প্রেরণ করার জন্য মাংস তাঁর বান্ধবীদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। এই হাদীস শরীফ থেকে কতিপয় মাসআলা জানা যায়: (১) মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়িয। (২) মৃতকে দান ও সদকার সাওয়াব প্রেরণ করা সুন্নাত। (৩) মৃতের নামে খাবার তার প্রিয় বন্ধু বান্ধবদের দেয়া উত্তম, এতে মৃতের দ্বিগুন আনন্দ অনুভূত হয়, একটি সাওয়াব পৌঁছার অপরটি তার বন্ধু বান্ধবদের সাহায্য করার। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/২৯৬)**

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! জানা গেলো যে, জীবিতরা মৃতদের বরং যারা এখনো জন্মই নেয়নি তাদের জন্যও ইসালে সাওয়াব করা শুধু জায়িয নয় বরং সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। এটাও জানা গেলো! খাবার ইত্যাদি সামনে রেখে সাওয়াব পৌঁছানোও জায়িয আমল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবায়ে কিরামের আমল

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! সাওয়াব পৌঁছানোর এই ধারাবাহিকতা শুধু **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং **তাঁর** সাহাবায়ে কিরামরাও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তাঁদের মরহুম মুসলমানদেরকে সাওয়াব পৌঁছানার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। যেমনটি

হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন যে, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাত দিন পর্যন্ত মৃতের পক্ষ থেকে খাবার খাওয়াতেন।

(আল হাভী লিল ফাতোয়া, ২/২২৩)

হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ বিন উবাদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সম্মানিতা মাতার ইন্তিকাল হলে তিনি **প্রিয় নবী** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: ইয়া **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার সম্মানিতা মাতা আমার অনুপস্থিতিতে ইন্তিকাল হয়ে গেছেন, যদি আমি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সদকা করি তবে কি তা তাঁর কোন উপকারে আসবে? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ, আরয করা হলো: তবে আমি আপনাকে সাক্ষী বানিয়ে বলছি যে, আমার বাগান তাঁর পক্ষ থেকে সদকা করে দিলাম। (বুখারী, ২/২৪১, হাদীস নং-২৭৬২) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: হযরত সাআদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ **রিসালতের** দরবারে আরয করলো: ইয়া **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার সম্মানিতা মা ইন্তিকাল করেছে, (আমি সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য কিছু সদকা করতে চাই (বাহারে শরীয়ত, ২/৫২১))তবে কোন সদকাটি তাঁর জন্য উত্তম হবে? ইরশাদ করলেন: পানি (কেননা সেখানের পানির অভাব ছিলো এবং এর অনেক প্রয়োজন ছিলো (বাহারে শরীয়ত, ২/৫২২)) তখন তিনি একটি কুপ খনন করলেন এবং বললেন: هٰذِهٖ لِاُمِّ سَعْدٍ এই কুপ সা'আদ এর মায়ের (ইসালে সাওয়াবের) জন্য।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, ২/১৮০, হাদীস নং-১৬৮১)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: (মৃতের) পক্ষ থেকে পানি দান করো, কেননা পানি দ্বারা দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকার অর্জিত হয়, বিশেষকরে সেই সকল গরম ও শুষ্ক এলাকায় যেখানে পানির স্বল্পতা রয়েছে, অনেকে পনির ফোয়ারা লাগায়, সাধারন মুসলমানেরা খতমে

কোরআন ও ফাতিহা ইত্যাদিতে অন্যান্য জিনিষের সাথে পানিও রেখে দেয়, এই সবকিছুর উৎস হলো এই হাদীস শরীফ, কেননা এ থেকে জানতে পারলাম যে, পানির সদকা উত্তম। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/১০৪-১০৫)

শায়খে তারীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর লিখিত রিসালা **"ফাতিহা ও ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতি"** এর ১৫ পৃষ্ঠায় বলেন: হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কর্তৃক **'এই কুপটি সা'আদের মায়ের জন্য'** উক্তিটির অর্থ হচ্ছে **'এই কুপটি সা'আদের মায়ের ইসালে সাওয়াবের জন্য'**। এটার মাধ্যমে বুঝা গেল যে, মুসলমানদের গরু বা ছাগল ইত্যাদিকে বুযুর্গদের নামের সাথে সম্বোধিত করাতে কোন বাঁধা নেই। যেমন; কেউ বলল: 'এটি সায়্যিদুনা গাউছে পাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ছাগল'। কেননা, এই কথা বলার মাধ্যমে বক্তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই ছাগলটি সায়্যিদুনা গাউছে পাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইসালে সাওয়াবের জন্য। স্বয়ং কুরবানীর পশুকেও তো মানুষ একে অন্যের দিকে সম্বোধিত করে থাকে। যেমন; কেউ কুরবানীর পশু নিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল: ছাগলটি কার? তখন সে তো এভাবেই বলে: 'এই ছাগল আমার'। অথবা বলে 'আমার মামার'। এ ধরণের উক্তিকারীর বিরুদ্ধে যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে তো 'গাউছে পাকের ছাগল' বলাতেও কোন রূপ আপত্তি থাকার কথা নয়। প্রকৃত অর্থে প্রত্যেক কিছুর মূল মালিক একমাত্র **আল্লাহ তায়ালাই**। আর কুরবানীর ছাগল হোক কিংবা গাউছে পাকেরই হোক, জবাই করার সময় একমাত্র **আল্লাহ তায়ালার** নামই উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের সকলকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত ইসলামী বোনেরা! প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কিরামদের আমল দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মৃত মুসলমাদের ইসালে সাওয়াব করা, তাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা এবং খাবার ইত্যাদি খাওয়ানো একেবারে জায়িয বরং উত্তম এবং পবিত্র পদ্ধতি।

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মৃত মুসলমানের নামে ভোজের আয়োজন করে ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে সদকা করা নিঃসন্দেহে জায়িয ও পছন্দনীয় এবং এতে ফাতিহা দ্বারা ইসালে সাওয়াব করা আরো পছন্দনীয় আমল আর দু'টি বিষয়কে একত্র করা অধিক কল্যাণময়। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫৯৫) প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উত্তম হলো যে, যাই নেক আমল করে, তার সাওয়াব পূর্বের ও পরের জীবিত ও মৃত মুসলমান বরং সকল মুমিন নর-নারীর জন্য সাওয়াব পৌঁছানো, সবার নিকট সাওয়াব পৌঁছবে এবং তাদের সকলের সমান প্রতিদান অর্জিত হবে। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৬১৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! আমাদের সমাজে এরূপ প্রচলন রয়েছে যে, আমরা জীবনের বিভিন্ন সময়ে একে অপরকে উপহার দিয়ে আমাদের বন্ধুত্ব বা আত্মিয়তার সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করি, যখন আমাদের প্রেরিত উপহার যদিও তা অল্প দামেরই হোক না কেন, তা আমাদের আত্মিয় বা বন্ধু পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে তারা এটা দেখে খুশি হয়, অতঃপর তারাও আমাদেরকে প্রতিদান স্বরূপ উপহার প্রেরণ করে ভালবাসা ও ভক্তির প্রমাণ দেয়, কিন্তু যখন আমাদের আত্মিয় বা বন্ধু মৃত্যুবরণ করে তবে উপহারের আদান প্রদানও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যদিও আমরা চাই তবে ইসালে সাওয়াবের আদলে এর চেয়েও উত্তম উপহার প্রেরণ করে তাদের আনন্দের উপলক্ষ হতে পারি। জি হ্যাঁ! আমাদের ইসালে সাওয়াব মৃতদের জন্য উপহার হয়ে যায়, যা পেয়ে তারা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করে।

মৃতদের জন্য জীবিতদের উপহার

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বর্ণনা করেন যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কবরে মৃতের অবস্থা ডুবন্ত মানুষের ন্যায় হয়, যে পিতা বা মা বা সন্তান বা কোন বন্ধুর দোয়ার জন্য গভীর উৎকণ্ঠতায় অপেক্ষমান থাকে অতঃপর যখন দোয়া তার নিকট পৌঁছে তখন তার নিকট এই দোয়া দুনিয়া ও এর সকল নেয়ামতের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়। **আল্লাহ তায়ালা** জমিনে

বসবাসকারীদের দোয়ায় কবরবাসীদেরকে পাহাড়সম সাওয়াব দান করেন এবং নিঃসন্দেহে মৃতদের জন্য উপহার হলো "বিনা হিসেবে ক্ষমার দোয়া" করা।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৬, হাদীস নং-৯২৯৫)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের বাক্য **"মৃতরা কবরে ডুবন্ত ফরিয়াদীর ন্যায় হয়ে থাকে"** এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, সাধারণ মুসলমানেরা তো নিজেদের গুনাহের কারণে, বিশেষ নেককার মুসলমানেরা এই অনুশোচনার কারণে যে, আমি আরো বেশী নেকী কেন করলাম না, বিশেষ ভালবাসা পোষণকারীরা নিজের প্রিয়দের ছেড়ে যাওয়ার কারণে এমন হয়। তাজা মৃতরা বরযখে এমন হয়, যেমন নতুন কনে শাশুড়বাড়ীতে, কেননা যদিওবা সেখানে সকল প্রকার আরাম আয়েশ থাকে তারপরও মন বাবার বাড়ীর প্রতিই লেগে থাকে, যখন কোন সংবাদ বা কোন ব্যক্তি বাবার বাড়ী থেকে আসে তখন তার আনন্দের সীমা থাকে না, অতঃপর ধীরে ধীরে মন বসে যায়। প্রকাশ থাকে যে, এখানে মৃত দ্বারা তাজা মৃতই উদ্দেশ্য, কেননা তারা জীবিতদের উপহারের অপেক্ষায় থাকে, এইজন্যই নতুন মৃতের জন্য দ্রুত নিয়াজ, কুলকানি, দশম দিবস, চেহলাম ইত্যাদী দ্বারা স্মরণ করা হয়। জীবিতদের উচিৎ যে, মৃতদেরকে নিজেদের দোয়ায় স্মরণ রাখা, যেন কাল তাকে অন্য মুসলমানরা স্মরণ করে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/৩৭৩-৩৭৪)**

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! জীবত মানুষের পৌঁছানো সাওয়াব মৃত মুসলমানদের উপহারের আকৃতিতে উপস্থাপন করা হয়। আসুন! এ প্রসঙ্গে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

রেশমী রুমাল দ্বারা আবৃত উপহার

হযরত সায়্যিদুনা বশ্‌শার বিন গালিব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর জন্য অনেক দোয়া করতাম, এক রাতে আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বলছিলেন: হে বাশশার! তোমার উপহার আমাকে নূরের থালায় রেশমী রুমাল দ্বারা আবৃত করে পৌঁছানো হয়, যখন জীবিত লোকেরা মৃতদের জন্য দোয়া করে, তখন তাদের সাথে এরূপই হয়, তা গ্রহন করে নূরের থালায় রাখা হয় অতঃপর রেশমী রুমাল দ্বারা আবৃত করে মৃতের নিকট উপস্থাপন

করা হয় যার জন্য দোয়া করা হয়েছে এবং বলা হয়: অমুক তোমার নিকট এই উপহার প্রেরণ করেছে। (আত তাযকিরা, ৮৬ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! **আল্লাহ তায়ালা** কিরূপ দয়াময় যে, দুনিয়ায় তো নিজের বান্দাদের উপর দয়া ও অনুগ্রহের বর্ষন করে থাকেন কিন্তু যখন কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করে তবে জীবিতদের দোয়া ও ইসালে সাওয়াবের বরকতে মৃতদেরকে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির দৌলত দান করেন, এটাও জানতে পারলাম যে, ইসালে সাওয়াবকারীর প্রতি **রাসূলে খোদা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও অনেক আনন্দিত হয় এবং সুসংবাদ দ্বারা ধন্য করেন। মনে রাখবেন! কোন মৃত মুসলমানের জন্য ইসালে সাওয়াব করা প্রকাশ্যভাবে তো নগন্য একটি কাজ, তবে এর বরকত অনেক বেশী, কিন্তু আফসোস! আজকাল আমরা দুনিয়াবী কাজে এতোই ব্যস্ত হয়ে গেছি যে, আমাদের নিকট নিজ মরহুমদের জন্য ইসালে সাওয়াব করা বা কবরে গিয়ে ফাতিহা খানি করারও সময় নেই, কতই আফসোসের বিষয় যে, আমরা দুনিয়াবী কাজ তো সহজেই করে নিই, কিন্তু যে কাজে স্বয়ং আমাদের এবং আমাদের মরহুমদের অসংখ্য উপকার রয়েছে, এটিই আমরা কঠিন মনে করি অথবা গুরুত্বই দিই না, ধরে নেয়া যাক, কারো নিকট সময় আছে, তবে তার ইসালে সাওয়াব করার উপায় জানা নেই, অতঃপর এই কাজের জন্যও ইমাম সাহেব, মুযাজ্জিন সাহেব বা ধর্মীয় ব্যক্তি খোঁজা হয়।

আল্লাহ তায়ালা শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে নিরাপদ রাখুন যে, যিনি আমাদের মতো মানুষদের নির্দেশনা দিতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর কিতাব ও রিসালা রচনা করে দিয়েছেন, যেন আমরা তা পাঠ করার মাধ্যমে নিজের দ্বীনি ও দুনিয়াবী কার্যক্রমকে উত্তম রূপে আদায় করতে পারি।

“ফাতিহা ও ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতি” রিসালার পরিচিতি

যদি কেউ ফতিহা ও ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতি না জানে তবে চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই, মাকতাবাতুল মদীনা থেকে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **“ফাতিহা ও ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতি”** রিসালাটি সংগ্রহ করে পাঠ করে নিন। যাতে অনেক কিছু জানার পাশাপাশি ইসালে সাওয়াবের

পদ্ধতিও জানতে পারবেন। এই রিসালাটি নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও পড়ার উৎসাহ দিন বিশেষকরে ইসালে সাওয়াবের অনুষ্ঠানগুলোতে (যেমন, কুলকানি, দশম দিবস, চেহলাম, বাৎসরিক ফাতিহা ইত্যাদি) মরহুমের ইসালে সাওয়াবের জন্য এই রিসালাটি বন্টন করুন, এই রিসালাটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! আমাদেরও উচিৎ যে, নিজের আখিরাতকে উত্তম বানানোর জন্য গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকা, অধিকহারে নেকী অর্জন করা এবং নিজ সন্তানদেরও নেকীর প্রতি উৎসাহিত করা, তাদেরও নেককার নামাযী বানানো, কেননা সন্তানকে নেক বানানো, তাদের ইলমে দ্বীনের অলঙ্কারে সাজানো এবং তাদের শরীয়াত অনুযায়ী মাদানী প্রশিক্ষণ করাতে পিতামাতার যেমন অনেক দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা ও প্রতিদান অর্জিত হয় তেমনি একটি উপকার এটাও অর্জিত হয় যে, যখন পিতামাতা এই দুনিয়া থেকে বিধায় নেয় তখন এই নেককার সন্তানেরা তাদের উপকারের কথা ভূলে যায় না বরং নিজের শত ব্যস্ততার মাঝেও তাদের ইসালে সাওয়াবের জন্য কোরআনের তিলাওয়াত করা, গরীব ও মিসকিনদের খাওয়ানো, মসজিদ ও মাদরাসা বানানো এবং বিনা হিসেবে ক্ষমার দোয়া করাকে সৌভাগ্য মনে করে, যা কবরে তাদের পিতামাতার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির উপায় হয়।

প্রতিদিন এক খতম কোরআনে পাকের সাওয়াব

বর্ণিত আছে যে, একবার কোন এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলো যে, কবরস্থানের সকল মৃত নিজ নিজ কবর থেকে বাহিরে বের হয়ে দ্রুত জমিন থেকে কোন বস্তু খুঁড়িয়ে নিচ্ছিলো, কিন্তু সেই মৃতদের মধ্যে একজন চুপচাপ বসে ছিলো, সে কিছু কুঁড়াচ্ছিলো না। সে ব্যক্তি এই মৃতকে জিজ্ঞাসা করলো যে, এই লোকেরা কি কুঁড়াচ্ছে? সে উত্তর দিলো: জীবিতরা যা সদকা, দোয়া, কোরআন তিলাওয়াতের সাওয়াব কবরস্থানবাসীদের প্রেরণ করেছে, এই লোকেরা তার বরকত খুঁড়াচ্ছে। সে

লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলো: তুমি কুঁড়াচ্ছোনা কেন? সেই মৃত ব্যক্তি উত্তর দিলো: আমি এই কারণেই কুঁড়াচ্ছি না যে, আমার এক সন্তান কোরআনের হাফিয, যে অমুক বাজারে মিঠাই বিক্রি করে, সে প্রতিদিন এক খতম কোরআনে পাক পড়ে আমাকে দান করে (অর্থাৎ ইসালে সাওয়াব করে)। এই ব্যক্তি সকালে উঠে সেই বাজারে গেলো, দেখলো যে এক যুবক মিঠাই বিক্রি করছিলো এবং তার ঠোঁট নড়ছিলো, সে যুবককে জিজ্ঞাসা করলো তুমি কি পাঠ করছো? সে উত্তর দিলো যে, আমি প্রতিদিন এক খতম কোরআন পাঠ করে আমার পিতামাতাকে ইসাল করি, সেই তিলাওয়াত করছি। কিছুদিন পর সে আবারো স্বপ্ন সেই কবরস্থানের মৃতদের কিছু কুঁড়াতে দেখলো, এবার সেই ব্যক্তিও কুঁড়াতে ব্যস্ত ছিলো, যার সন্তান তাকে কোরআনে পাক পড়ে ইছাল করতো, তা দেখে সে খুবই আশ্চার্য হলো, এমনি সময় তার চোখ খুলে গেলো। সকালে উঠে সেই বাজারে গেলো এবং অনুসন্ধান করে জানতে পারলো যে, মিঠাই বিক্রেতা সেই যুবকেরও ইন্তিকাল হয়ে গেছে।

(রওযুর রায়াহীন, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, নেককার সন্তান পিতামাতার জন্য কিরূপ উপকারী হয়ে থাকে যে, যারা রুজি রোজগারে ব্যস্ত থাকার পরও কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করে পিতামাতাকে ইসাল করতে ভুলে না। আজকাল অধিকাংশ লোকেরাই নিজ সন্তানদের সম্পর্কে এই অভিযোগ করতে দেখা যায় যে, আমরা আমাদের আরাম বিনষ্ট করে, পানির ন্যায় টাকা খরচ করে তাদের পড়া লেখা শিখিয়েছি, কিন্তু আমাদের সন্তান আমাদের সালাম করা তো দূর সোজা ভাষায় কথাও বলে না, আমাদের জীবিতকালে এই অবস্থা তবে মরণের পর কেই আমাদের জন্য ফাতিহা ও ইসালে সাওয়াব করবে। মনে রাখবেন! সন্তানদের এই অবস্থার জন্য সাধারণত পিতামাতাই দায়ী থাকে, যদি পিতামাতা দুনিয়াবী শিক্ষা দিতে এবং বিভিন্ন নৈপূন্য শেখানোর পাশাপাশি নিজের সন্তানদের হাফিযে কোরআন, আলিমে দ্বীন এবং সুন্নাতের অনুসারী বানাতো তবে তার উত্তম প্রতিদান শুধু দুনিয়াতেই নয় বরং মৃত্যুর পরও প্রত্যক্ষ করবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

ইসালে সাওয়াব সম্পর্কে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"কবর ওয়ালোঁ কি ২৫ হিকায়াত"** রিসালার ১১ পৃষ্ঠা থেকে একটি সুন্দর কাহিনী শ্রবণ করুন।

হযরত আল্লামা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: হযরত শায়খ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক জায়গায় দাওয়াতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তিনি দেখলেন যে, এক যুবক খাবার খাচ্ছে, যার বিষয়ে প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, সে কাশফের অধিকারী, বেহেশত ও দোযখ সম্পর্কেও তার কাশফ হয়ে থাকে, খাবার খেতে খেতে হঠাৎ কাঁদতে লাগলো। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বললো যে, আমার মা জাহান্নামে জলছে। হযরত শায়খ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট কলেমা তায়্যিবা সত্তর হাজারবার পড়া ছিলো, তিনি তার মাকে মনে মনে ইসালে সাওয়াব করে দিলেন। সাথে সাথেই সেই যুবক হাসতে লাগলো এবং বললো আমার মাকে জান্নাতে দেখতে পাচ্ছি।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৩/২২২, ১১৪২ নং হাদীসের পাদটিকা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! আপনারা প্রত্যক্ষ করলেন যে, এক যুবক কাশফের মাধ্যমে নিজে মাকে দোযখে দেখলে হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আরাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কলেমা তায়্যিবা ইসালে সাওয়াব করার বরকতে তার মাকে আযাব থেকে মুক্তি দেয়া হলো। যে হাদীসে পাকে সত্তর হাজারবার কলেমা তায়্যিবা পাঠ করার ফযিলত রয়েছে তা হলো: নিশ্চয় যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার বললো: لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং যার জন্য এটা বলা হবে, তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হবে। **(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৩/২২২, ১১৪২ নং হাদীসের পাদটিকা)**

সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, জীবনে কমপক্ষে একবার সত্তর হাজারবার কলেমা তায়্যিবা পাঠ করে নেয়া এবং যে সকল আত্মিয় স্বজন মৃত্যুবরণ করেছে তাদের ইসালে সাওয়াব করে দেয়া। এই সংখ্যা একদিনে বা একই বৈঠকে পাঠ করা আবশ্যক নয় বরং অল্প অল্প করেও পাঠ করা যাবে, প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০বার তো সহজেই পাঠ করা যেতে পারে।

পোষাক পরিধানের সুন্নাত ও আদব

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** থেকে পোষাক পরিধান সম্পর্কে মাদানী ফুল শ্রবণ করি। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) জ্বীনের দৃষ্টি ও মানুষের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হচ্ছে, যখন কেউ কাপড় খুলে তবে بِسْمِ اللهِ পাঠ করা।" (আল মুজামুল আওসাত, ২/৫৯, হাদীস নং- ২৫০৪) হাকিমুল উম্মত মুফ্তি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যেরূপ দেয়াল ও পর্দা মানুষের দৃষ্টি আড়াল হয়, অনুরূপ এটাও **আল্লাহ তায়ালার** যিকির জ্বীনদের দৃষ্টি থেকে আড়াল হবে, যার কারণে জ্বিন সেটাকে (অর্থাৎ- লজ্জাস্থান) দেখতে পাবে না। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/২৬৮) (২) যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্তেও বিনয়বশতঃ উন্নত কাপড় পরিধান করা ছেড়ে দেয়, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে সম্মানের (কারামাতের) পোশাক পরিধান করাবেন।" (আবু দাউদ, ৪/ ৩২৬, হাদীস নং- ৪৭৭৮) ✱ যে পোশাক হারাম উপার্জনের হয়, তা দ্বারা ফরজ ও নফল কোন নামায কবুল হয় না। (কাশফুল ইলতিবাছ ফি ইস্তেহবাবিল লিবাস, ৪১ পৃষ্ঠা) ✱ পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে আরম্ব করবেন (কেননা, এটা সুন্নাত) মহিলারা মহিলা সূলভ পোশাকই পরিধান করুন। ছোট ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রেও এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখুন।

ঘোষণা সমূহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ২০০টি দেশে প্রায় ১০৭টি বিভাগের মাধ্যমে দ্বীরে ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছে। এই বিভাগগুলোর মধ্যে উম্মতকে শরীয়তের পথ-নির্দেশনা দেয়ার জন্য **দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত**, আলিম বানানোর জন্য **জামেয়াতুল মদীনা** (বালক ও বালিকা), কোরআনে পাকের শিক্ষা অর্জন করার জন্য **মাদরাসাতুল মদীনা** (বালক ও বালিকা, খন্ডকালিন, আবাসিক, অন-লাইন, প্রাপ্ত বয়স্ক), কয়েদীদের জন্য **কয়েদী সংশোধন মজলিশ**, সমাজের নিষ্পেশিত গোষ্টি অর্থাৎ বোবা বধির ও অন্ধদের জন্য **"বিশেষ ইসলামী ভাই"** মজলিশ, উম্মতের আকীদা ও আমল সংশোধনের জন্য নির্ভরযোগ্য কিতাব ও রিসালা লেখার জন্য ওলামাদের সমন্বয়ে গঠিত **"আল**

মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ", মানসম্মত ভাবে ছাপানোর জন্য **"মাকতাবাতুল মদীনা"** এবং তা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করার জন্য **"অনুবাদ মজলিশ"**, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পরা অশ্লিলতা ও নগ্নতার বন্যার সামনে শক্তিশালী বাধঁ নির্মাণ এবং ইসলামের শত্রুদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যের প্রভাবময় উত্তর প্রদান ও ইসলামে আসল শিক্ষাকে প্রসারিত করার জন্য **"মাদানী চ্যানেল"**, পৃথিবীর জুড়ে মুসলমানদেরকে কোরআন ও সুন্নাতের বার্তাকে পৌঁছানোর জন্য **"বর্হিবিশ্ব মজলিশ"** ইত্যাদি বিভাগ **দা'ওয়াতে ইসলামী** মারকাযী মজলিশে শূরার অধীনে রাত-দিন কাজ করে যাচ্ছে। যেমনিভাবে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ নিজ নিজ দিক থেকে উপকারীতা ও গুরুত্বে নিজেই নিজের উদাহরণ, ঠিক তেমনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই বিভাগগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনন্য। মোটকথা যে সংগঠনের বীজ **১৯৮১** সালে **দা'ওয়াতে ইসলামী** নামে রোপন করা হয়েছে, আজ তা প্রায় **১০৭**টি শক্তিশালী ডাল সমৃদ্ধ ছায়াদার, শক্তিশালী ও ফলদার বৃক্ষের রূপ ধারন করেছে, যার ডালগুলো ২০০টির বেশি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, নিঃসন্দেহে এই মাদানী কাজ গুলো করতে অনেক টাকার দরকার হয়।

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! রজবুল মুরাজ্জব, শা'বানুল মুয়াযযম এবং রমযানুল মুবারকে মাদানী তহবিল সংগ্রহ করার উত্তম সুযোগ, সুতরাং আজ থেকেই পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা করে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **"দা'ওয়াতে ইসলামী"**র মাদানী কাজের জন্য যাকাত, ফিতরা, মাদানী দান, সদকা ও খয়রাত ইত্যাদির পাশাপাশি অন্যান্য ইসলামী বোনদেরদের থেকেও জমা করার ব্যবস্থা করুন, যাতে আমাদের মাদানী কাজ সম্পন্ন করা যায়। চাঁদা বর্তমান দিন খুবই প্রয়োজন, যেমনটি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "শেষ যুগে দ্বীনের কাজও দিরহাম ও দীনার দ্বারাই চলবে।"

(মু'জামুল কবীর, ২০/২৭৯, হাদীস নং- ৬৬০)

কিছু ইসলামী বোনের মাদানী তহবিল জমা করতে দ্বিধা অনুভব হয়, অথচ দ্বীনের উন্নতির জন্য চাঁদা জমা করা **প্রিয় আক্বা ও মওলা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত দ্বারা প্রমানিত। তাবুকের যুদ্ধ, মসজিদে নববী শরীফের নির্মাণ, বীরে রুমা

ক্রয়ের সময় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালার** পথে ব্যয় করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! আপনারাও হিম্মত করুন, দ্বিধা-দন্দ দূর করে দিন এবং সুন্নাতকে প্রসার করার জন্য অধিকহারে মাদানী তহবিল জমা করুন।

আসুন! একটি হাদীসে পাক আপনাদের উৎসাহের জন্য শুনাচ্ছি:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় মুসলমান আমানতদার কোষাধ্যক্ষ, যাদের কাউকে কিছু দেয়ার আদেশ দেয়া হলো এবং তারা তা পরিপূর্ণভাবে খুশিমনে পৌঁছে দেয়, তবে তারা সদকাকারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

(সহীহ বুখারী, ১/৩৫২, হাদীস নং- ১৪৩৮)

মাদানী তহবিল জমা করার জন্য নিজের মাহরিম আত্মীয় এবং প্রতিবেশিদের ইনফিরাদী কৌশিশ শুরু করে দিন। যে সৌভাগ্যবান ইসলামী বোনেরা এইবার ওমরা করার সৌভাগ্য অর্জনকারীনি, তাদের গমনের পূর্বেই তাদেরকে মাদানী তহবিলের জন্য ইনফিরাদী কৌশিশ করুন। কিন্তু অপরিচিত ইসলামী বোন এবং নামুহরিমকে কখনোই ইনফিরাদী কৌশিশ করবে না। তাছাড়াও যেখানে যেখানে আপনারা মৃতের গোসল এবং ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের জন্য যান তাদের সাথেও যোগাযোগ করে তাদের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ করুন। কেননা শুধু বলার কারণেও আমরা দাওয়াতে ইসলামীর অশেষ উপকার সাধন করতে পারি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মুর্শিদের দয়ায় আমাদের এই মহান মাদানী কাজের সৌভাগ্য অর্জিত হচ্ছে, তবে যেনো এমন না হয় যে, শয়তানের প্রতারনায় এসে কোন ভূল যেনো না করে বসি এবং সামান্য অসর্তকতা আমাদেরকে **আল্লাহ তায়ালার** রহমত থেকে যেনো দূর করে না দেয়, তাই ঈমানদারীকে নিজের নীতিবাক্য বানিয়ে নিন। **মনে রাখবেন!** ক্ষমা ও মার্জনা নিজের ব্যক্তিগত হকের ক্ষতিতেই হয়ে থাকে কিন্তু এমন ক্ষতি যাতে **দা'ওয়াতে ইসলামী** মাদানী কাজ বা মাদানী তহবিল ইত্যাদির ক্ষতি হওয়া যেমন; তহবিলে খেয়ানত করা তবে এতে কার থেকে ক্ষমা চাইবেন, কেননা তহবিলের মালিক তো কোন নিগরান নয়, তবে এই নিগরা কিভাবে ক্ষমা করবে?

এবং যদি مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ কখনো ক্ষতি হয় তবে তাওবাও করতে হবে এবং খেয়ানতের পরিমাণ টাকা নিজের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে।

হযরত আদী বিন আমীর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আমরা তোমাদের মধ্যে কাউকে কোন কাজের আমিল বানালাম অতঃপর সে আমাদের থেকে সুই বা এর চেয়েও নগন্য জিনিষ গোপন করলো তবে তা কেয়ানত, যা কিয়ামতের দিন আনা হবে।"**

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: অর্থাৎ খেয়ানত ছোট হোক বা বড় কিয়ামতে শাস্তি ও অপমানের কারণ, বিশেষকরে যে খেয়ানত যাকাত ইত্যাদিতে করা হয়, কেননা তা ইবাদতে খেয়ানত এবং ফকিরকে তার হক থেকে বঞ্চিত করা, রব তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ

(পারা ৪, সুরা আলে ইমরান, ১৬১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যে ব্যক্তি কিছু গোপন রাখবে, সে ক্বিয়ামতের দিন স্বীয় গোপন করা বস্তু নিয়ে আসবে।

(মিরাতুল মানাজিহ শরহে মিশকাতুল মাসবিহ, ৩/১৫)

সুতরাং আসুন! মিলেমিশে ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই যে, যেভাবেই হোক মাদানী তহবিল, যাকাত, ফিতরা এবং সদকা ইত্যাদি যাই পাবো তা আমানতদারীর সহিত নিজ যিম্মাদার ইসলামী বোনকে পৌঁছিয়ে দিবো এবং কোন প্রকারের টাল-বাহানা করবো না, তাই উত্তম হলো যে, সকল ইসলামী বোন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব **"চাঁদা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর"** এবং **"চাঁদার শরয়ী সতকর্তা"** অবশ্যই পাঠ করে নেয়া। তাছাড়াও মাদানী মুযাকারা নম্বর ৭১, ৭২ ও ৭৩ও অবশ্যই শুনুন।

মাদানী তহবিল নেয়ার ব্যাপারে এই মাদানী ফুল মনযোগ সহকারে শ্রবন করে নিন যে, নগদ সংগৃহিত মাদানী তহবিল সাথেসাথেই চেক করে নিন যে, এমন নোট আছে কিনা যা বাতিল হয়ে গেছে বা এমন কন্ডিশনের নোট (ছোড়া নোট) যা ব্যাংকও গ্রহন করে না, তা তহবিল হিসেবে সংগ্রহ করাতে সতর্কতা অবলম্বন করুন।

আত্তারের দোয়াঃ "যে মাদানী তহবিলের জন্য অধিকহারে কর্মকান্ড চালায়, ইয়া **আল্লাহ তায়ালা**! তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না যতক্ষণ না সে মদীনা দেখে নেয়।"

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে একনিষ্টতা সহকারে শরয়ী বিধান মতে মাদানী তহবিল জমা করানো এবং সময় মতো নিজ যিম্মাদারকে জমা করানোর তৌফিক দান করো। (আমিন)

মিরাতুল মানাজিহ ৩য় খন্ডের ৪৪ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ মুমিন বান্দার রোযা আসমান জমিনের মধ্যখানে ঝুলে থাকে, যতক্ষণ না সদকায়ে ফিতর আদায় করা হবে না। হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেনঃ আমরা সদকায়ে ফিতর এক সাগ শষ্য, এক সাগ যব বা এক সাগ পনির অথবা এক সাগ কিসমিস দ্বারা দিতাম।

সদকায়ে ফিতরের বিভিন্ন পরিমাণ জেনে নিনঃ ৩৮৪০ গ্রাম কিসমিস বা যব শরীফ অথবা খেজুর কিংবা এর সমমূল্য পরিমাণ টাকা অথবা ১৯২০ গ্রাম (দুই কিলো থেকে ৮০ গ্রাম কম) গম বা এর সমমূল্য পরিমাণ টাকা (এই চারটি থেকে যেকোন একটির পরিমাণ অনুযায়ী সদকায়ে ফিতর আদায় করা যাবে)

মনে রাখবেন! প্রত্যেক দেশে এমনকি প্রত্যেক শহরে এই বস্তু সমূহের মূল্য ভিন্ন হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে এর দাম পরিবর্তনও হয়ে থাকে। সুতরাং নিজ নিজ শহরের মূল্য অনুযায়ী হিসাব করতে হবে। এক শহরের অধিবাসী অন্য শহরের হিসেব করবেন না। যেসকল সৌভাগ্যবান ইসলামী বোনদেরকে **আল্লাহ তায়ালা** অধিক ধন-সম্পদ দ্বারা ধন্য করেছে, তাদের উচিৎ যে, তারা যেনো তাদের জীবন মান অনুযায়ী ফিতরা আদায় করে এবং **আল্লাহ তায়ালার** নিকট অধিক সাওয়াব অর্জন করে।

আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! কোরআনে পাক যা আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন ঠোঁঠ মুবারক দ্বারা আদায় করেছেন তাছাড়া কোরআনে পাকের তিলাওয়াত অন্তরের মরীচা দূর করে দেয়, اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ গত বছরের ন্যায় এই বছরও ১লা রমযান থেকে ২০ রমযানুল মুবারক পর্যন্ত আমাদের এলাকায় **"ফয়যানে তিলাওয়াতে কোরআন"** কোর্স এর ব্যবস্থা..... স্থানে .....

থেকে ..... পর্যন্ত হবে। তাই আসুন! নিয়্যত করে নিই যে, **"ফয়যানে তিলাওয়াতে কোরআন"** কোর্সে নিজে নয় বরং অন্যান্য ইসলামী বোনদেরকেও নেকীর দাওয়াত দিয়ে নিজের সাথে আনার চেষ্টা করবো।

আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধকরার কারণে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকে এবং ছেড়ে দেয়ার কারণে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়ে যায়। লোকেরা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত নেকীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর এর দাওয়াত দিতে থাকুন ও মন্দ কাজ থেকে বাঁধা প্রদান করতে থাকুন। **(নেকীর দাওয়াতের ফযীলত, ১৬ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ প্রতি ..... থেকে .....টায় ইসলামী বোনেরা মাদানী দাওয়ার জন্য যাত্রা করে থাকে। আপনারাও নিয়্যত করে নিন যে, মাদানী দাওরায় অবশ্যই অংশগ্রহন করবো। সকল ইসলামী বোনেরা নিয়্যত করে নিন যে, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহন করবো, যদি আমরা নিয়মিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করি তবে ভাল ভাল বিষয় শিখতে পারবো। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد